গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার মামলা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ও কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে মামলা পরিচালনার বিষয়ে ০৪/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মো. সোহরাব হোসাইন সিনিয়র সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
সভার তারিখ	:	০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯
সময়	:	৩:৩০ মিনিট
স্থান	:	সভাকক্ষ (কক্ষ নং- ১৮১৫, ভবন নং-৬), শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট **'ক'** দ্রষ্টব্য

১.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি উপস্থাপনের আহবান জানান। এ বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার স্ব স্ব অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তাঁরা জানান, মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা হতে প্রাপ্ত ছক অনুযায়ী বিদ্যমান মামলার হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে যথানিয়মে প্রেরণ করা হবে। আশা করা যায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে। অতঃপর সভাপতি কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে মামলা পরিচালানার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত প্রদানের জন্য আহবান করেন।

২.০ সভার এ পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আল-আমিন সরকার মামলা পরিচালনার বিষয়ে মাউশির অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, আইনজীবী বা কৌশলী নিয়োগের সময় তাদের সাথে একটি কার্যকর চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, কোন শিক্ষকের এম.পি.ও. বাতিল করা হলে তারা আদালতে মামলা করেন। এম. পি. ও. ফিরে পাওয়ার জন্য একাধিক (উচ্চ ও নিম্ন) আদালতে একাধিক মামলা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আদালত হতে বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ এম.পি.ও.ফেরত দেয়ার আদেশ দেয়া হয় । তাতে করে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিষয়টি জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমাল-২০১৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক। নীতিমালা অনুযায়ী বকেয়া প্রদানের কোন বিধান নেই।

৩.০ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, এনসিটিবিসহ অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তারা বলেন, রেকর্ড মূলে সকল কেইস নম্বর রাখা সম্ভব হবে না বিধায় একটি সমন্বিত সফটওয়ার তৈরির বিষয়ে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এ-টু-আই এর প্রশিক্ষণে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নতুন সফটওয়ার তৈরি হলে কত তারিখে কোন আদালতে কী পর্যায়ে কোন মামলাটি রয়েছে তা জানা সহজ হবে। এ ছাড়াও মামলার অগ্রগতির যে কোন তথ্য যে কোন মুহূর্তে যে কোন প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষেও জানা সম্ভব হবে। তাঁরা আরও বলেন, ৯টি অঞ্চলের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন করলে মামলার বিষয় অবহিতকরণসহ মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

৪.০ **সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:**

৪.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন এমন মামলার তালিকা আগামী ০৭/০৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৪.২ মামলার সংখ্যা দ্রুত কমানো বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৯টি অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্কসপ করতে হবে;

৪.৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল মামলা ২/৩টি আদালতে নির্ধারিত দিনে শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সিনিয়র সচিব এর স্বাক্ষরে এ্যাটর্নী জেনারেল বরাবর একটি আধা সরকারি (ডি.ও.) পত্র প্রেরণ করতে হবে;

৪.৪ যে সকল সংস্থা এখনও মামলা পরিচালনার জন্য কৌশলী বা প্যানেল এ্যাডভোকেট নিয়োগ করেনি তাদেরকে দ্রুততার সাথে কৌশলী বা প্যানেল এ্যাডভোকেট নিয়োগ করতে হবে;

৪.৫ প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে অতিরিক্ত সচিব (নীরিক্ষা ও আইন) এর সভাপতিত্বে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রাপ্ত মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদির আলোকে মামলা পরিচালনা ও এর অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আহবান করতে হবে।

৫.০ সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মো. সোহরাব হোসাইন)
সিনিয়র সচিব

নং ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০৪.০৭৩.১৯-৩৩৬

তারিখ: ৪ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি :

১। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ)ইস্কাটন, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, ব্যানবেইজ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) ধানমন্ডি, ঢাকা।
৮-১৬। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)।
১৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব-এর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।

১৯.৯.১৯
(মো: আব্দুল জলিল মজুমদার)
সহকারি সচিব
মোবা : ০১৭১৬-৫০৫৮৭১
jalil20012@gmail.com